পাঠক ফোরাম

গণতন্ত্রের ধারা

জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের রায় দিয়েছে। দেশে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। কিন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী তা মানতে নারাজ। তিনি জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে আবার নির্বাচন দাবি করেছেন। অবরোধসহ হরতাল জাতীয় কর্মসূচিও ঘোষণা করেছিলেন যদিও তা জনগণের কাছে খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। অবশেষে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা শপথ নিয়েছেন কিন্তু সেই সঙ্গে ঘোষণা দিয়েছেন যে তারা শপথ নিলেও সংসদে যাবার বিষয়টি অনিশ্চিত। গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনাকে বলছি, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন না। সংসদে আসুন। সাধারণ মানুষের সমস্যা, অসুবিধার কথা তুলে ধরুন। পালন করুন সঠিক গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা। অব্যাহত রাখুন গণতন্ত্রের ধারা।

ফরিদা আক্তার
লালমাটিয়া, ঢাকা

ধন্যবাদ ২০০০

বুদ্ধিজীবীদের নৈতিক স্খলন এবং নির্লজ্জ দালালির বিষয়টি নিয়ে সময়োপযোগী এবং সাহসী প্রতিবেদনের জন্য ২০০০কে অভিনন্দন। আমরা যারা পাঠক, তারা এসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের তথ্যসন্ত্রাস সহ্য করেছি। সদ্য প্রয়াত আহমেদ ছফা এসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদেরকে দুর্বৃত্তদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সারাজীবন তিনি এই দুর্বৃত্তায়নের বিরোধিতা করে গেছেন। বিষয়টি নিয়ে আমরা যখন শঙ্কিত, ঠিক সেই সময়ে এগিয়ে এলো সাপ্তাহিক ২০০০। প্রমাণ করে দিলো, যে কোনো ধরনের নীচুতা আর আপোসকামিতার বিরুদ্ধে তার অবস্থান।

শামীম আজাদ সজল
গণযোগাযোগ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

পার্থক্য কোথায়?

দেশের সাধারণ জনগণ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে বিএনপিকে নির্বাচিত করেছে। সাধারণ জনগণ চেয়েছে সন্ত্রাস, দুর্নীতি সর্বোপরি নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তি। কিন্তু কোথায়? বিএনপি এসেই শুরু করেছে দখলের রাজনীতি। শপথ নেয়ার আগে থেকেই এমপি হোস্টেল দখল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, ইডেন, বাসস্ট্যান্ড, টার্মিনাল, বাজার এমনকি গণশৌচাগার পর্যন্ত দখলে নেমেছে বিএনপি। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে মানুষ। শুরু হয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন। যত্রতত্র সাংবাদিক হামলা, প্রহারের ঘটনা ঘটছে। বিএনপি কর্মীরা আওয়ামী লীগের অফিস ভাঙচুরসহ নানা রকম সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু করেছে। যদিও খালেদা জিয়া ও স্বরাষ্টমন্ত্রী দু'জনই বড় আওয়াজ দিচ্ছেন কিন্তু কার্যত তেমন কিছু দেখাতে পারছেন না। ইতিমধ্যেই মন্ত্রী-সাংসদদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির জন্য দায়েরকৃত মামলাগুলোও খারিজ হতে শুরু করেছে। তাহলে কি নির্বাচনের মাধ্যমে কেবল সন্ত্রাস, দুর্নীতি আর দখলের হাতবদল **হয়েছে মাত্র! তা না হলে আওয়ামী লীগের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়?**

শফিকুল আলম, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা

মুক্তি চাই

সাধারণ মানুষ নীরব বিপ্লবের মাধ্যমে ভোট দিয়ে যে সন্ত্রাসকে পরাজিত করেছে তার প্রমাণ এবারের নির্বাচন। এবারের নির্বাচন থেকে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলেরই অনেক কিছু শেখার আছে। তাদের মনে রাখা উচিত, সন্ত্রাস-দুর্নীতি করে টিকে থাকা যাবে না। তবে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, দেশে এখনও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। সংখ্যালঘু হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর নির্যাতন তারই প্রমাণ। হল দখল, হোস্টেল দখল, বাস, লঞ্চ টার্মিনাল দখল কিন্তু শুরুতেই নতুন নেতৃত্বকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুখে সব কিছু স্বীকার না করলেও তাকে এটা অবশ্যই মানতে হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আমরণ অনশন মানুষের ওপর, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনেরই প্রমাণ দেয়। এ থেকে আমরা সাধারণ জনগণ মুক্তি চাই। নতুন বিএনপি সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্টমন্ত্রীর কাছে প্রত্যাশা, তাঁরা মানুষের স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা দেবেন। সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবেন।

আমীর ইব্‌নে শরীফ তন্ময়
tonmoy84bd@yahoo.co.uk

আমেরিকা এবং লাদেন

প্রতিশোধ শব্দটি বড় নিষ্ঠুর। অবশেষে আমেরিকা কর্তৃপক্ষ আফগানিস্তানের ওপর হামলা চালাচ্ছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এ হামলা কতটুকু সুবিবেচনাসম্পন্ন তা বিচার করবে সারা বিশ্বের মানুষ। কাবুল, কান্দাহার ও জালালাবাদে হামলা করে আফগানিস্তানকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করছে আমেরিকা। শুধু একজন ব্যক্তির জন্য একটা দেশকে আক্রমণ করার নজির আধুনিক পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবত এটাই প্রথম।

সৈয়দ সাইফুল করিম
মিরপুর-২, ঢাকা

বিরোধী দল

বিরোধী দলগুলোর উদ্দেশে কিছু প্রস্তাব পেশ করলাম। রাজধানীকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য সংগ্রাম করুন। বর্তমানে আমাদের দেশে সন্ত্রাস এক দানব রূপ ধারণ করেছে। তাই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। হোক সে যে দলেরই। 'গাছ লাগান, পরিবেশ বাচান' স্লোগানটিকে বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করুন। প্রয়োজনে চাপ সৃষ্টি করুন। বেকার সমস্যা সমাধানে সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করুন। ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন। উপরোক্ত প্রস্তাবগুলো বিশেষ কোনো দলকে উদ্দেশ্য করে নয়, বরং সব বিরোধী দলের জন্য।

মতিউর রহমান দুলাল
মগবাজার, ঢাকা

রাজনীতি

গত ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে টেলিভিশনে দেখলাম বর্তমান বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ি ভাষণ দিচ্ছেন, আর দর্শকের সারির একপাশে বসে সাবেক চার প্রধানমন্ত্রী তা শুনছেন। পাশাপাশি বসা এই সাবেক চার প্রধানমন্ত্রী হলেন– নরসীমা রাও, ভিপি সিং, আই কে গুজরাল ও দেব গৌড়া। বাংলাদেশের রাজনীতিতে কি তা কল্পনা করা যায়? '৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে জামাত ফতোয়া দিয়েছিল– মহিলাদের কেউ ভোট দিলে ঘরের বউ তালাক হবে। এখন সেই জামাতিরাই খালেদা জিয়ার সাথে জোট বাঁধে। এই কি তাহলে রাজনীতি?

মোঃ তৌহিদুল আলম তপন
জেদ্দা, সৌদি আরব

সুশীল সমাজ

দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সুশীল সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তাদের দিকে জাতি আশাভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু দেশের বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে জনগণ প্রায় ক্ষেত্রেই আশাহত হচ্ছে। অনেক সময়ই তাদের কলম দেশের প্রয়োজনে ব্যবহৃত না হয়ে ব্যক্তি কিংবা দলের সমর্থনে অসত্য তথ্য প্রকাশ করে। ফলশ্রুতিতে তাদের প্রতি জনগণের আস্থা কমতে কমতে শূন্যের দিকে ধাবিত হয়। গত দশক জুড়েই বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সাধারণ জনগণকে তাদের সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর গত ১৯ অক্টোবর সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি ছিল এর প্রামাণ্য দলিল। দেশ ও জাতির বিবেক বলে পরিচিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আবেদন করবো, নিজের কিংবা দলের স্বার্থ বিবেচনা না করে দেশের স্বার্থকে সবার ওপরে স্থান দিন।

আশরাফুল কবির আসিফ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ন্যাম সম্মেলন

ন্যাম সম্মেলন বাতিল করা হয়েছে। দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থা ও বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সরকার বাস্তব ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে আমরা অভিনন্দন জানাই। ন্যাম সম্মেলনের মতো

টোকাই

একটি বিরাট সম্মেলন আয়োজন করার মতো আর্থিক সামর্থ্য দেশের নেই। বিগত সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, লুটপাট ও আর্থিক ক্ষেত্রে শোচনীয় ব্যর্থতার কারণে দেশের অর্থনীতি এখন চরম নাজুক অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত। বিগত পাঁচ বছর ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে উন্নয়ন বাজেটে অর্থের যোগান দেয়া হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, অদূরদর্শিতা এবং যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগতার কারণে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়নি। এমনিতে বিশ্ব অর্থনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে মন্দাভাব চলছে, তার ওপর নিউইয়র্কে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলায় এ অঞ্চলে শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে। সবদিক বিবেচনায় এনে এই সম্মেলন বাতিল করা হয়েছে বলে সরকারকে ধন্যবাদ।

বজলুল করিম লাড়লা
পিলখানা, ঢাকা

বৃক্ষ নিপীড়ন

জগদীশচন্দ্র বসু গাছের জীবন আছে সেটি আবিষ্কার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের বৃক্ষতলে বসে তিনি ছাত্রদের বলতেন গাছেরা কেমন করে কষ্ট পায়, বেড়ে উঠে। হাসে, কাঁদে। এখন দেশের প্রতিটি শহরের বৃক্ষগুলোতে সাইনবোর্ড আঁকানো, পেরেকবিদ্ধ করে। বেশির ভাগই কোচিং সেন্টার বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন। ভাবতে অবাক লাগে, লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায় জগদীশচন্দ্র বসুর দেশের লোকেরা কেমন করে বৃক্ষকে এমন নিপীড়ন করছে! বৃক্ষ প্রেমিক, প্রকৃতি প্রেমিকদের কাছে অনুরোধ, বৃক্ষ নিপীড়ন বন্ধ করুন। খুলে ফেলুন এসব সাইনবোর্ড।

নির্জন মমিন
ধানমন্ডি, ঢাকা

বিএনপি'র ইমেজ

সারা দেশে বিগত কয়েক দিনে যে ব্যাপক অত্যাচার, নির্যাতন চলেছে সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর, তার ফলে বিএনপি'র যে ইমেজ নষ্ট হয়েছে তা পুনরুদ্ধারের একমাত্র উপায় দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তির বিধান করা এবং তারা দলীয় নেতৃত্বে থাকলে তাদের বহিষ্কার করা।

মনোজ ভৌমিক
কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

নেতৃত্ব সংকট

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসা উচিত। জনগণের ভোট সে কথাই বলে। অনেকেই মনে করছেন, শেখ হাসিনা দলকে সঠিক নেতৃত্ব এবং দিকনির্দেশনা দিতে পারছেন না। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার উচিত যোগ্য নেতা দেখে নেতৃত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়া। তা না হলে এই প্রধান রাজনৈতিক দলটি আগামীতে আরো সংকটের মুখোমুখি হবার আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

জিল্লুর রহমান রিপন
কৃষ্টপুর, স্বপন ভিলা, ময়মনসিংহ

তাহাদের কথা

গত পাঁচ বছর হাসিনা সরকারের দুঃশাসনে আওয়ামী মন্ত্রী-সাংসদ ও তাদের পুত্রধনদের অত্যাচারে দেশের সাধারণ মানুষসহ বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মী, সাংবাদিক আহত, নিহত, নির্যাতিত হয়েছে। চার বছরের শিশু থেকে তিয়াত্তর বছরের নারী ধর্ষিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের সেঞ্চুরি, বাঁধনের বস্ত্রহরণের ঘটনা ঘটেছে। আওয়ামী সরকারের কাছে দেশের জনগণ এসবের সুবিচার তো দূরের কথা, কোনো বিচারই পায়নি! জনতার রায়ে এখন রাষ্ট্রক্ষমতায় খালেদা জিয়া, বিএনপি-জামায়াত। বিএনপি-জামায়াতের হাতে প্রতিদিনই দেশের সাধারণ মানুষ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মী আহত-নিহত হচ্ছে। চলছে সাংবাদিক নির্যাতন, গণধর্ষণ। হাসিনার এতোদিনে টনক নড়েছে। উনি এসবের বিচার দিয়েছেন দেশের সেই জনগণের কাছে যে জনগণের কথা তিনি গত পাঁচ বছর শোনেননি।

সামুয়েল ইকবাল
মুন্সিপাড়া, রংপুর

প্রসঙ্গ : সংখ্যালঘু

ধর্মের নামে, বর্ণের নামে, জাতীয়তার নামে, সংস্কৃতির নামে যুগ যুগ ধরে সারা পৃথিবীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্যাতিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম নয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর ব্যতিক্রমী সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি আমাদের মূল ধারার সংস্কৃতিতে এনেছে বৈচিত্র্য আর পরিপূর্ণতা। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো বৈষম্যমূলক আচরণের স্বীকার হয়ে তাদের নিজস্ব ধারা থেকে সরে আসছে। চাকমারা তাদের নিজ অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। তারা যে আন্দোলন করেছিল তা ছিল বেঁচে থাকার, সম্মান ও পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের অধিকার আদায়ের। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, পার্বত্য শান্তিচুক্তির পরও তাদের ভাগ্যের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। গারো, খাসিয়া, মনিপুরী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর অবস্থা আরো করুণ। তারা আমাদের সমাজের একটা অংশ হয়েও নিগৃহীত। তাদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমাদের উচিত তাদেরকে ক্ষমতায়ন করা। বৈষম্যমূলক আচরণ না করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সমান অধিকার দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

মামুন, সিঙ্গাপুর

চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০,
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

হরতাল

'৯৬-এ বেগম জিয়া নির্বাচনে হেরে গিয়ে শুরু করেছিলেন আন্দোলন। ডেকেছিলেন হরতাল। সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্লামেন্টসহ বিভিন্ন সমাবেশে বলেছিলেন, আমি ক্ষমতায় থাকি কিংবা না থাকি, কখনোই হরতাল করবো না এবং হরতাল করে দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে চাই না। কিন্তু আওয়ামী সভানেত্রী শেখ হাসিনার 'হরতাল করবো না' কথাটি কতটুকু সত্যি ছিল তা এখন জনগণের ভাবনার বিষয়।

সাইফুল
মিতালী হোটেল, রিয়াদ

রাজনীতিবিদগণ

আমাদের রাজনীতিবিদগণ এখন বুড়ো বাঘে পরিণত হয়েছেন। সুন্দরবনের সব বাঘই মানুষ খায় না। বাঘ যখন বুড়ো হয়ে যায়, দ্রুতগতির হরিণ আর শূকরের পেছনে ছুটতে পারে না, তখনই বাঘ কেবল মানুষখেকো হয়। আমাদের রাজনীতি আজ এসব বুড়ো বাঘদেরই নিয়ন্ত্রণে।

শাহীন
চট্টগ্রাম